২৩/৪/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

পুস্তকার পারফরম্যান্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত

রয়্যালটির টাকা শোধ না করার শাস্তি ❑ গ্যারান্টর ব্যাংককে চিঠি

মানস ঘোষ : মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের রয়্যালটির টাকা সময়মতো পরিশোধ না করায় বেক্সিমকোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুস্তকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি (পিজি) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) গত সোমবার পুস্তকার গ্যারান্টর ব্যাংককে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সমুদয় টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। পুস্তকা এনসিটিবির এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের চাপ দিয়ে আগামী মে মাস পর্যন্ত সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যেই এনসিটিবি বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের কাজ নিয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দরপত্রের শর্তভঙ্গ করায় তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক (প্রাথমিক বই) ও বিতরণ নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক বই)-এর দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরে বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানগুলোর শর্তভঙ্গের তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এনসিটিবির উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় শর্তভঙ্গের তালিকা পর্যালোচনা করে বিধি মোতাবেক শাস্তির সুপারিশ করা হবে।

এ বছর মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বইয়ের মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের কাজ পায় পুস্তকা। এজন্য তাদের রয়্যালটি ধার্য হয় মোট কাজের ১০ শতাংশ। অর্থাৎ ৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। নিয়ম অনুযায়ী, বছরের শুরুতে বাজারে বই ছাড়ার আগে এনসিটিবি থেকে বিক্রয় আদেশ নেওয়ার সময় এই টাকা পরিশোধ করার কথা।

কিন্তু পুস্তকা এই শর্তভঙ্গ করে জানুয়ারির শেষদিকে কোনো প্রকার বিক্রয় আদেশ না নিয়েই অল্প অল্প করে বাজারে বই ছাড়তে থাকে। এনসিটিবি তখন পুস্তকাকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে ৬ কিস্তিতে রয়্যালটি পরিশোধের সুযোগ করে দেয়। এ পর্যায়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রয়্যালটির সব টাকা পরিশোধের কথা থাকলেও পুস্তকা ব্যর্থ হয়।

পুস্তকার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি নতুন সময়সীমা বেঁধে দেয় ২৮ মার্চ। পুস্তকা এ সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সূত্র জানায়, এরপরও টাকা পরিশোধের সময় বাড়ানোর জন্য পুস্তকার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। কিন্তু এবার আর এনসিটিবি সময় বাড়ানোর ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি পিজি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সূত্র জানায়, গত সোমবার প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সোনালী ব্যাংক এনসিটিবি শাখায় পিজির টাকা আগামী ৭ দিনের মধ্যে আদায়ের জন্য চিঠি পাঠান। চিঠিতে কেন এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার কারণও উল্লেখ ● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩